নবুওয়াতের উদ্দেশ্য

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না।

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য

প্রথম সংস্করণ। 11 নভেম্বর, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে নবুওয়াতের উদ্দেশ্যের কিছু দিক আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 151-152 এর উপর ভিত্তি করে:

“যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না। সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 151-152

كَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِيكُمۡ رَسُولٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمۡ وَيُعَلِّمُكُمُ
ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمۡ تَكُونُواْ تَعۡلَمُونَ ١٥١

فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢

"যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না।

সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

“যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমার আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেন যা তোমরা জানতে না। সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

মহান আল্লাহ, মক্কার অমুসলিমদের এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি স্মরণ করিয়ে দেন যে নবী মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়াত ঘোষণার আগে তাদের মধ্যে 40 বছর অতিবাহিত করেছিলেন এবং তাই তাদের কাছে অপরিচিত ছিলেন না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

"যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি..."

সত্য যে তারা তাকে তাদের সমাজের মধ্যে বিশ্বস্ত এবং সৎ ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছে এবং সর্বদা তার অতুলনীয় চরিত্রের প্রশংসা করেছে তাদের পক্ষে তার বার্তা গ্রহণ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, শৈশবকালে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মহান আল্লাহর আশ্রয়ে ছিলেন। আল্লাহ, মহান, তাকে সেসব অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছিলেন যা জাহেলিয়াতের যুগে ব্যাপক ছিল: ইসলামের পূর্বের সময়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রাপ্তবয়স্কতায় উপনীত হন, তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, চরিত্র ও খ্যাতিতে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম, প্রতিবেশীদের মধ্যে সর্বোত্তম, সবচেয়ে বিচক্ষণ, কথাবার্তায় সবচেয়ে সৎ এবং সর্বাধিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিশ্বস্ত তিনি সমস্ত মন্দ বৈশিষ্ট্য থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ইমাম ইবনে কাথিরের, নবীর জীবন,

ভলিউম 1, পৃষ্ঠা 180 এ আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 10 ইউনুস, 16 নং আয়াত:

"...কারণ এর আগে আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝে ছিলাম। তাহলে কি তুমি যুক্তি দেখাবে না?"

তথাপি, মক্কার অনেক অমুসলিম মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, যা তারা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল, তাদের সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে এবং বাধা পাওয়ার ভয়ে। তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করে। অধ্যায় 43 আয জুখরুফ, আয়াত 78:

"নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যকে বিমুখ ছিল।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

"যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি..."

এটি এই বিষয়টিকেও নির্দেশ করতে পারে যে কিতাবের লোকেরা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কুরআনকে চিনতে পেরেছিল কারণ উভয়ই তাদের আসমানী কিতাবে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এটি তাদের যথেষ্ট কারণ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই সমাজে তাদের সামাজিক অবস্থান হারানোর ভয়ে এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার ভয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

মহান আল্লাহ অতঃপর তাদের নবী (সা.)-কে পাঠানোর উদ্দেশ্য নির্দেশ করেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

" *যেমন আমি তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করেন..."*

নিজের নিয়তকে শুদ্ধ করার প্রক্রিয়া, যাতে তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, একজনের কথাকে শুদ্ধ করে, যাতে তারা কেবল ভাল কথা বলে বা নীরব থাকে এবং নিজের কাজকে পরিশুদ্ধ করে, যাতে তারা তাদের নেয়ামত ব্যবহার করে। ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত, শুধুমাত্র তখনই সম্ভব যখন কেউ ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখে এবং তার উপর আমল করে। শুধু বুঝতে পারে না এমন ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শুনলে এই শুদ্ধি হবে না। এইভাবে যখন কেউ তাদের মন ও শরীরকে শুদ্ধ করে তখনই তারা উভয় জগতেই মন ও দেহের শান্তি লাভ করবে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

"...তোমাদের কাছে আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করা এবং তোমাদেরকে পবিত্র করা এবং তোমাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেওয়া..."

বইটি আইন ও আচরণবিধির উল্লেখ করতে পারে যা সমাজের প্রতিটি সদস্যের মনের শান্তি এবং ন্যায়বিচার সমাজে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করা প্রয়োজন। মনুষ্যসৃষ্ট আইন এবং আচরণবিধির সমস্যা হল যে তারা সর্বদা পক্ষপাতদুষ্ট হবে একদল লোকের উপর অন্য দলের পক্ষে। উদাহরণস্বরূপ, ধনীরা সমাজের দরিদ্র সদস্যদের উপর পক্ষপাতী। ঐশ্বরিক আচরণবিধি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের একটি দিককে আয়াত 151 এ প্রজ্ঞা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 151:

“…তোমাদের কাছে আমাদের আয়াত তিলাওয়াত করি এবং তোমাদেরকে পবিত্র করি এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা করি…”

প্রজ্ঞা একজন ব্যক্তিকে শেখায় কীভাবে তার কাছে থাকা জ্ঞানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে তারা উভয় জগতের নিজের এবং অন্যদের উপকার করতে পারে। জ্ঞান অত্যাবশ্যক কারণ যে কোনো জ্ঞান বা আচরণবিধি মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানকে অন্যের উপকার করার জন্য সঠিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন ওষুধ তৈরি করা, বা এটি মানুষের ক্ষতি করার জন্য অপব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন অস্ত্র তৈরি করা। এই প্রজ্ঞা ভাল নৈতিকতা এবং বৈশিষ্ট্যের আকার নিতে পারে, যেমন উদারতা, ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতা, যাতে একজনকে তাদের জীবনের মধ্যে সঠিকভাবে প্রদত্ত আচরণবিধি প্রয়োগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

উপরন্তু, 151 শ্লোক দ্বারা নির্দেশিত, যেহেতু মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত যখন এটি মানুষের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থার সাথে সাথে সমাজের মধ্যে

সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আসে, একমাত্র সেই ব্যক্তি যিনি একটি সম্পূর্ণ আচরণবিধি প্রদান করতে পারেন যা পুরোপুরি ডিজাইন করা হয়েছে। মানুষের প্রকৃতির জন্য এবং সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনের জন্য সমাজের সমস্ত ধরণের সমস্যা সংশোধন করে, তিনিই সর্ব বিষয়ে জানেন, যথা, মহান আল্লাহ। মহান আল্লাহ প্রদত্ত আচরণবিধি সঠিকভাবে বাস্তবায়নকারী সমাজের মধ্যে কীভাবে ন্যায়বিচার ও শান্তি ছড়িয়ে পড়ে তা দেখার জন্য একজনকে কেবল ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 151:

"...এবং তোমাকে এমন শিক্ষা দিচ্ছে যা তুমি জানতে না।"

যখন কেউ আলোচিত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, যার সংক্ষিপ্তসারে তাদের উদ্দেশ্য, বক্তৃতা এবং কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাতে তারা পবিত্র কুরআনে এবং ঐতিহ্যের বর্ণনা অনুসারে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করতে পারে। মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহলে তারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শর্ত পূরণ করতেন যা আমাদের দিকে নিয়ে যায়। মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্য। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

“সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও..."

এবং অধ্যায় 13 আর রাদ, আয়াত 28:

"...নিঃসন্দেহে, আল্লাহর স্মরণে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।"

অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

"... যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাকে বৃদ্ধি করব [অনুগ্রহে]..."

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি এইভাবে মহান আল্লাহকে স্মরণ করতে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, সে দেখতে পাবে যে তাদের কাছে থাকা জাগতিক জিনিসগুলি উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ এবং ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে, এমনকি যদি তারা কিছু মুহূর্তও অনুভব করে। মজা এবং বিনোদন। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

" সুতরাং আমাকে স্মরণ কর; আমি তোমাকে মনে রাখব। এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বাসকে কৃতজ্ঞতার সাথে যুক্ত করা হয়েছে এবং অবিশ্বাসকে অকৃতজ্ঞতার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। এটা প্রায়ই ইসলামী শিক্ষার মধ্যে ঘটে। এটি বোঝার গুরুত্ব নির্দেশ করে যে একজন ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে। অর্থ, কৃতজ্ঞতা হল মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসের প্রথম ধাপ। এটি কর্মের সাথে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করার গুরুত্বকে আরও তুলে ধরে, কারণ কর্ম ছাড়া কৃতজ্ঞতা দেখানো যায় না, যার অর্থ হবে, ভাল কাজ ছাড়া বিশ্বাস পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে বলা যায়, নিজের ইচ্ছায় কৃতজ্ঞতা বলতে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করা জড়িত। একজনের বক্তৃতায় কৃতজ্ঞতা বলতে যা ভাল তা বলা বা নীরব থাকা জড়িত। এবং একজনের কর্মে কৃতজ্ঞতা বলতে সেই আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা জড়িত যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে

এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 152:

"... এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং আমাকে অস্বীকার করো না।"

উপরন্তু, এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো হল মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর একটি অংশ, যেহেতু আল্লাহ, মহিমান্বিত, প্রায়শই মানুষকে কিছু আশীর্বাদ প্রদানের জন্য ব্যবহার করেন, যেমন একজনের পিতামাতাকে। তাই মানুষকে তাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে , এমনকি যদি তা কেবল তাদের পক্ষ থেকে মঙ্গল প্রার্থনার মাধ্যমেই হয়, যেমন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত- এর একটি হাদীসে সতর্ক করেছেন। তিরমিযী, নম্বর 1954, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না।

উপসংহারে বলা যায়, একজন বিজ্ঞ রোগী যেমন তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার জন্য সর্বোত্তম জেনে তাদের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, তাদের তেতো ওষুধ এবং কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া সত্ত্বেও, একজন মুসলিমকে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে। , মহিমান্বিত, এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যাতে তারা উভয় জগতে একটি সুস্থ মানসিক ও শারীরিক অবস্থা পায় যদিও এই আচরণ কখনও কখনও তাদের পার্থিব ইচ্ছার বিরোধিতা করে।

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو کتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod